QUR'AN RESEARCH FOUNDATION
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স
(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৭)
বিষয়: আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে
নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা

গ্রন্থ-১

মাযহাবের ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের কোনো স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কি মাসয়ালা বা কি আইন রচনা করিলেন তাহা সম্যকরূপে অবগত না হইয়া আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হইতে মাসয়ালা বাহির করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হইবে না। অতএব ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, সপ্তম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

গ্রন্থ-২

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। ... ...
(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

গ্রন্থ-৩ ও ৪

৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)

৪টি গ্রন্থের সম্মিলিত শিক্ষা

১. হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রচলিত ফিকহগ্রন্থ অধ্যয়ন কর।
২. কুরআন ও হাদীস পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে আগে সকল ফিকহগ্রন্থ পড়ে নিতে হবে।

জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. Common sense

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য

তাত্ত্বিক **(Theoretical)** পার্থক্য

১. কুরআন: আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান
২. সুন্নাহ: আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা
৩. Common sense: জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান

ব্যবহারিক **(Practical)** পার্থক্য

১. কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী
২. সুন্নাহ (রাসূল সা.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী

৩. Common sense: মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান

সাধারণ জ্ঞান ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র

(Flow chart)

উদাহরণ ও **Common sense**

উদাহরণ-১

- ❑ চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা নেয়ার (চিকিৎসা করা) নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

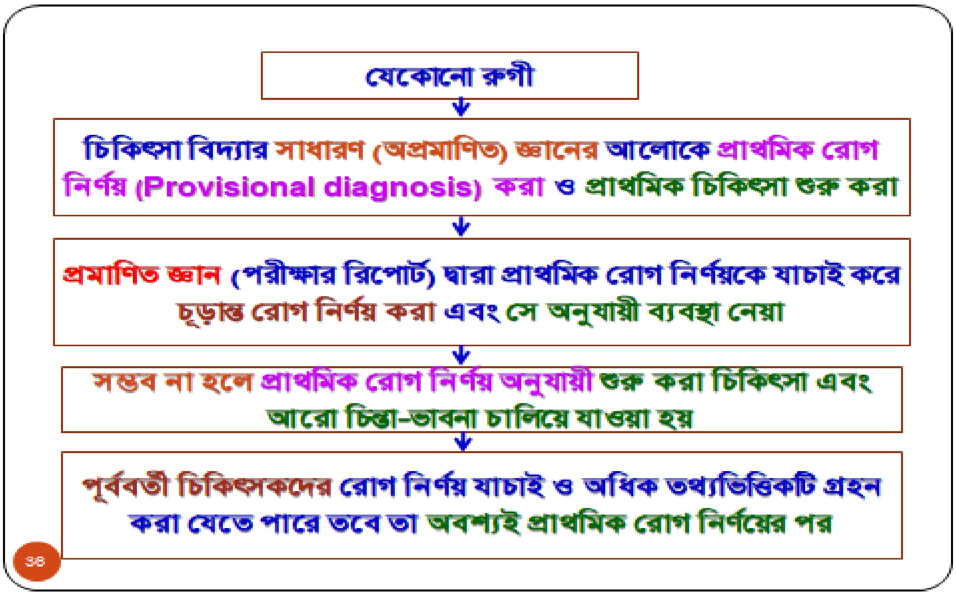

উদাহরণ-২

- ❑ রাষ্ট্রের দুষ্ট লোক ধরা ও ব্যবস্থা নেয়ার (আটকানো) পদ্ধতি

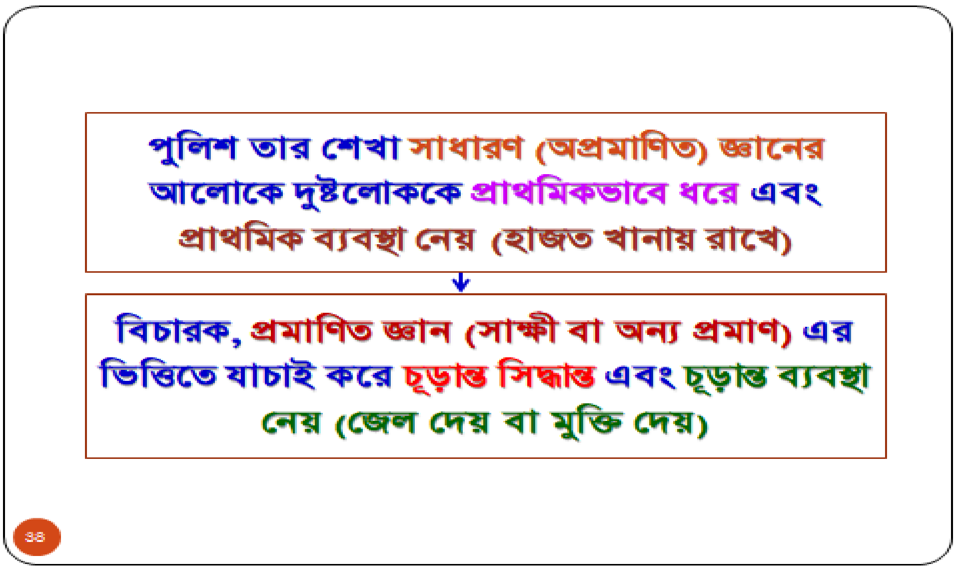

এ দু'টি উদাহরণের লক্ষনীয় বিষয়গুলো হলো-

১. জ্ঞান অর্জন (সিদ্ধান্তে পৌঁছা) ও ব্যবস্থা নেয়ার পদ্ধতির স্তর দু'টি- প্রাথমিক ও চূড়ান্ত
২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়
৩. যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে
৪. চূড়ান্ত স্তরে, প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়
৫. অধিকাংশক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের নেয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহিত হয়।

আল্লাহ তা'য়ালাও নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষকে সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান দিয়েছেন। তাই, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান (Common sense) ও প্রমাণিত জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহ) ব্যবহার করে ইসলামী জ্ঞানে ভুল ঢোকা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও ব্যবস্থা নেয়ার সর্বসম্মত পদ্ধতি হবে-

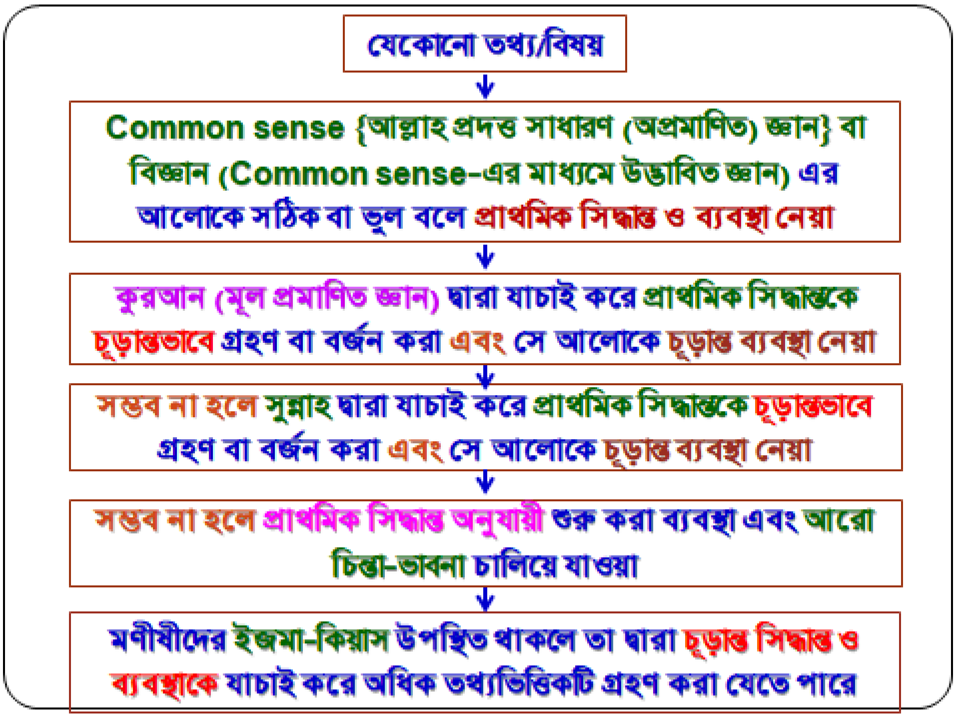

উদাহরণ-৩
মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়ীতে লোক ঢুকতে দেয়ার সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র

বাড়ীতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢুকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকা কালে অপরিচিত কেউ আসলে কার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটি মালিক আগে থেকে বলে দেন (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি)

মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও মালিকের নিয়োগ দেয়া দারোয়ান মিলে বাড়ীতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢুকা প্রতিরোধ করার সর্বসম্মত পদ্ধতি হলো-

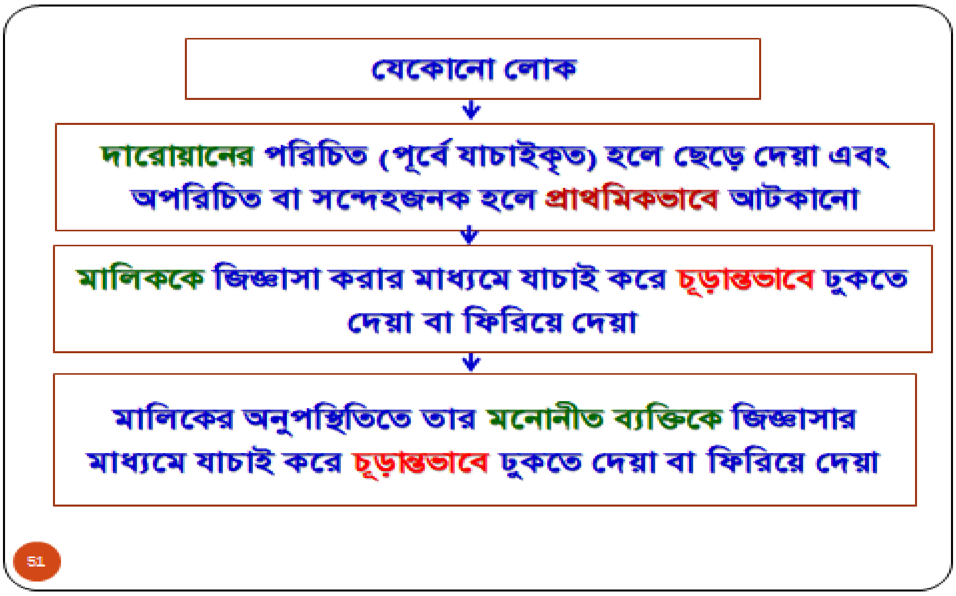

ইসলামের ঘরের-

- মালিক হলেন- আল্লাহ তা'য়ালা তথা আল কুরআন
- মালিকের মনোনীত ব্যাখ্যাকারী হলেন- রাসূল (সা.) তথা সুন্নাহ
- মালিকের নিয়োগ দেয়া দারোয়ান হলো- Common sense

তাই ইসলামের ঘরে ভুল তথ্য (চোর) ঢোকা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত পদ্ধতি হবে- তাই, উদাহরণ ৩টির ভিত্তিতে- কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense মিলে ইসলামের ঘরে ভুল তথ্য (চোর) ঢোকা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হবে-

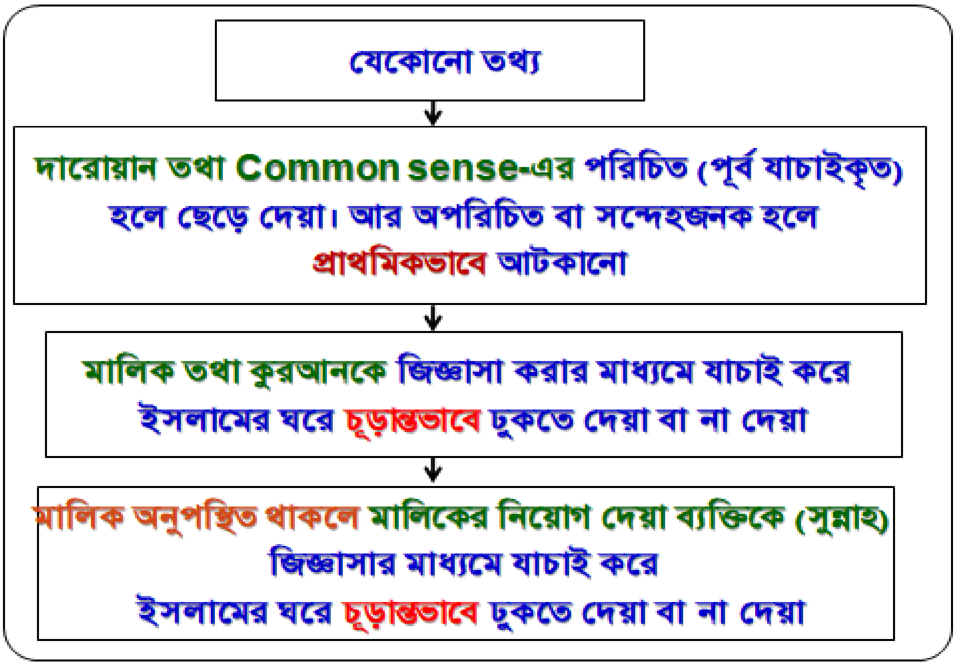

কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের প্রবাহচিত্র খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। (আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

আল কুরআন

তথ্য-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দ্বারা বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দ্বারা শুনতে পারতো (কুরআন শুনে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। (সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense-এ আগে ধারনা না থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না।

কোনটি সঠিক? এ আয়াত অনুযায়ী, নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আগে ব্যবহার করতে হবে-

১. কুরআন ২. Common sense ৩. হাদীস ৪. বলা কঠিন

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের/ সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র হবে-

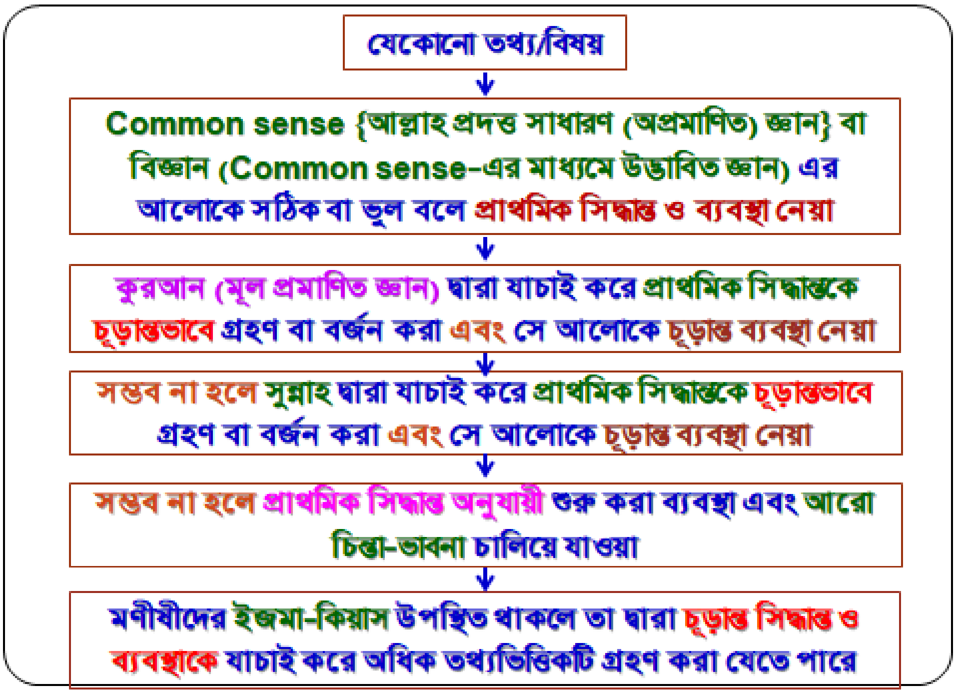

তথ্য-২

يَاَيُّهَا الّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعِتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْه اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ ... .

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল; অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হলে তা ফিরিয়ে দাও (যাচাই করে নাও) আল্লাহ (কুরআন) ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে (আলোকে) ... ... (আন নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা: ইসলামে উলিল আমর তথা দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলতে দু'ধরনের ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়-

১. ইসলামী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন- প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী বা সরকারি কর্মচারী
২. ইসলামী সমাজ যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গ। যেমন ইমামগণ, ইসলামী মনীষীবৃন্দ, আলেমসমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইত্যাদি।

- কোনটি সঠিক?একটি কথা শোনার পর সকল মানুষ মতপার্থক্য করতে পারে-

১. কুরআনের মাধ্যমে ২. Common sense-এর মাধ্যমে
৩. হাদীসের মাধ্যমে ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? মতপার্থক্য করা যেতে পারে-

১. আল্লাহ তা'য়ালার সাথে ২. উলিল আমরদের সাথে
৩. রাসূল (সা.)-এর সাথে ৪. বলা কঠিন

তাই আয়াতখানি থেকে শিক্ষা হলো-
উলিল আমরদের সাথে মতপার্থক্য করা সিদ্ধ। আর সে মতপার্থক্য প্রাথমিকভাবে করতে হবে সকলের নিকট উপস্থিত থাকা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense-এর মাধ্যমে। তারপর সে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে প্রথমে কুরআন এবং পরে (দরকার হলে) হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে তাই এ আয়াতখানির ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন/ সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র হবে-

যেকোনো তথ্য/বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু করা ব্যবস্থা এবং আরো চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যাওয়া

↓

মণীষীদের ইজমা-কিয়াস উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

তথ্য-৩

إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ق وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ....

অনুবাদ: (ভেবে দেখো সে বিষয়টি) যখন তোমরা মুখে মুখে সে কথাকে বহন করছিলে এবং এমন কথা বলে বেড়াচ্ছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (প্রমাণিত) জ্ঞান ছিলো না। তোমরা তাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর নিকট তা একটি গুরুতর ব্যাপার ছিল। অথচ (সঠিক হত) যদি উহা শুনেই তোমরা বলতে, এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু তোমার (আল্লাহর) জন্য। এটি এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ। ... ... (আন নূর/২৪ : ১৫-১৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতদু'খানির শানে নুযুল ছিল বনিমুস্তালিক যুদ্ধের শেষে আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রের উপার প্রচার হওয়া অপবাদমূলক ঘটনা। (পুরো ঘটনা হাদীস অংশে আসছে)

শানে নুযুল সামনে রেখে আয়াতদু'খানির বিভিন্ন অংশ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়-

'যখন তোমরা একে (ঐ রটনাকে) মুখে মুখে বহন করছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন কথা ছড়াচ্ছিলে যার (সত্য হওয়ার প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের ছিলোনা'-

একটি কথা শোনার পর প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা তথা ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ নয়

'সঠিক হত যদি উহা শুনেই তোমরা বলতে, এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু তোমার (আল্লাহর) জন্য। এটি এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ'-

- কোনটি সঠিক? একটি কথা শোনার সাথে সাথে সকলের জন্যে তার সত্যতার বিষয়ে ধারণা পাওয়ার উপায় হলো-

  ১. কুরআনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া ২. Common sense-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া
  ৩. হাদীসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া ৪. বলা কঠিন

প্রচারনাটি **Common sense** বিরুদ্ধ হওয়ার কারণ সমূহ হলো-

১. ১প্রধান সেনাপতির স্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ সৈনিক অনৈতিক কাজ করে (নাউজুবিল্লাহ) দিনের বেলায় উভয়েই একসাথে কাফেলায় ফিরে আসবে, এটি একটি চরম Common sense বিরুদ্ধ কথা

২. রাসূল (সা.) স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনিন) এবং একজন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সুযোগ পেয়ে একটি চরম অনৈতিক কাজ করেছেন এটাও প্রকৃত মুসলিমদের মেনে নেয়া Common sense-এর বিরুদ্ধ

- কোনটি সঠিক? ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা দোষারোপ বা ভুল বোঝার কারণে মিথ্যা দোষারোপ করার ত্রুটি থেকে পবিত্র (মুক্ত)-

  ১. আল্লাহ তা'য়ালা ২. মানুষ ৩. কেউনা ৪. বলা কঠিন

তাই এ আয়াত থেকে শিক্ষা হলো- মানুষের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার হওয়া সম্ভব। তাই, মানুষের নিকট থেকে একটি কথা শোনার সাথে সাথে নিজ Common sense-এর আলোকে পর্যালোচনা করে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপর প্রমাণিত জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আলোচ্য বিষয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা ছিল অপবাদটি প্রচার না করা তাই এ আয়াতদু'খানির ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন/ সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র হবে-

তথ্য-৪

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ج إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ .

অনুবাদ: যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে, কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে- সতর্ককারী আমাদের নিকট পৌঁছেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম- আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে- হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতোনা। (আল মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে যে ধরনের ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে তারা হলো- কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহকে অস্বীকার করা ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা কাফির বা অমুসলিম। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায় জাহান্নামে যাওয়া কাফির বা অমুসলিমরা বলবে- তারা যদি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনত অথবা Common sense ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতোনা। অমুসলিমদের Common sense অনেক অবদমিত। কিন্তু আয়াতখানি থেকে জানা যায়- তারা যদি ঐ আকল যথাযথভাবে খাটিয়ে পৃথিবীতে চলতো তবে তাদের জাহান্নামে যেতে হতোনা।

- তাহলে কোনটি সঠিক? দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য অমুসলিমদের Common sense-এর একক সিদ্ধান্ত-

  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ

  ৩. অনেক গুরুত্বপূর্ণ ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? ইসলাম জানা ও বোঝার ব্যাপারে একজন মুসলিমের Common sense, অমুসলিমের Common sense থেকে-

  ১. উৎকর্ষিত নয় ২. কিছুটা উৎকর্ষিত

  ৩. অনেক উৎকর্ষিত ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার জন্য মুসলিমের Common sense একক সিদ্ধান্ত-

  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ২. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ

  ৩. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? মুসলিমের Common sense-এর যে রায় কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করে বর্জন করা সম্ভব হয়না, সে রায়কে ইসলামের রায় হিসেবে গ্রহণ করা-

  ১. যাবেনা ২. অবশ্যই যাবে ৩. যেতে পারে ৪. বলা কঠিন

তথ্য-৫

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ: তোমরা যদি না জানো (না জানতে/না বুঝতে পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মণীষী/ফকিহ) নিকট জিজ্ঞাসা করো। (আল আম্বিয়া/২১ : ৭, নাহল/১৬ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এ আয়াতের শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। মুসলিমদের জ্ঞান অর্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense. ইজমা বা কিয়াস হলো- ইসলামী বিশেষজ্ঞ বা মণীষীদের গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত

- তাহলে কোনটি সঠিক? এ আয়াত অনুযায়ী ইজমা/কিয়াস যাচাই করতে হবে-

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

১. নিজে জানা তথা সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে
২. নিজে জানা তথা সিদ্ধান্তে পৌঁছার পরে
৩. বলা কঠিন

আয়াতখানি থেকে মুসলিমদের শিক্ষা হলো-

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস থেকে সেটি জেনে নিতে হবে
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে
৫. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই
৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৭. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

আল কুরআনের উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞানার্জন (সিদ্ধান্তে পৌঁছা) ও ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবাহচিত্র নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা হলো-

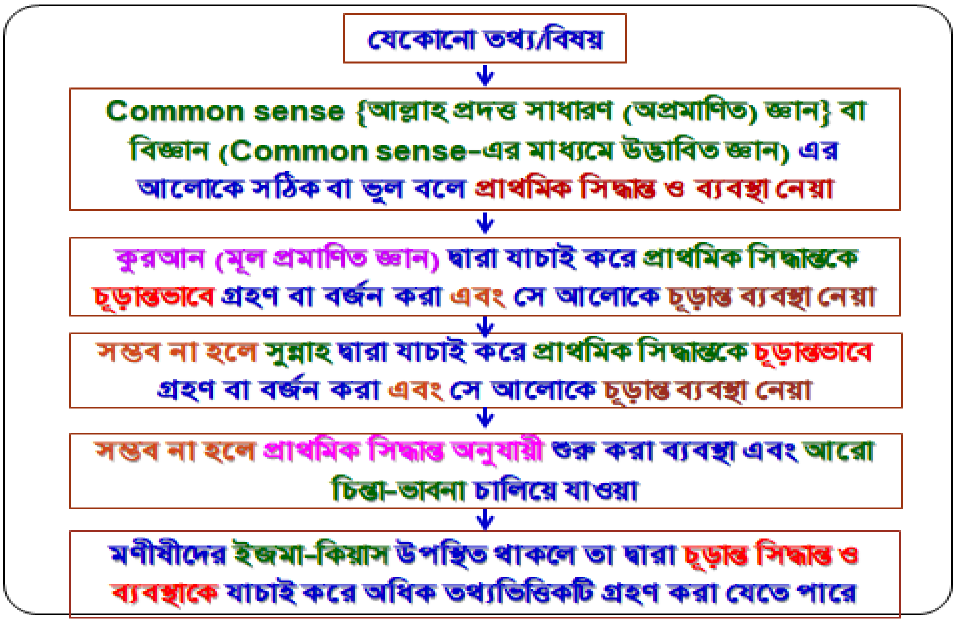

লক্ষণীয় বিষয় হলো- নীতিমালাটি উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে জানা নীতিমালার (প্রবাহচিত্র) অনুরূপ।

আল হাদীস

হাদীস-১

(ফে'য়লী হাদীস)

হাদীসখানির মূল বিষয় হলো- বনী-মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আয়েশা (রা.) এর চরিত্রের উপর অপবাদ মূলক প্রচারণাটির বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার রাসূল (সা.) এর অনুসরণ করা পদ্ধতি।

মূল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ. . . . . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا : أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، قَالُوا :

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي

فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، قَالَتْ : وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا،

، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي،

وَوَ اللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ، قَالَتْ : فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ، وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا : لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فِي نَاسٍ آخَرِينَ لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ،

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ الَّذِي قَالَ :فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ،

فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، قَالَتْ : وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ فِي البَرِّيَّةِ قِبَلَ الغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ،

فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا : بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ : وَقُلْتُ : مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، قَالَتْ : فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ : فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ،

فَقُلْتُ لِأُمِّي : يَا أُمَّتَاهُ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ، أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، قَالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ،

قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ : أَهْلَكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ : أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟ .قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ،

قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي .قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ،

قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ، قَالَتْ : فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ،

قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ،

قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ،

قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ

عَلَيْهِ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي فِيمَا قَالَ : فَقَالَ أَبِي : وَ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ : قَالَتْ أُمِّي : وَ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ،

فَقُلْتُ : وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ : لاَ أَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيرًا : إِنِّي وَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّي بَرِيئَةٌ، لاَ تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِّي، فَوَاللهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ : {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف] : ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي،

وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَ اللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَ اللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ،

قَالَتْ : فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ ﷺ : يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ .قَالَتْ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : وَ اللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَتْ : وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآيَاتِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ :

وَ اللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ : {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣] ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : بَلَى وَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ : وَ اللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ لِزَيْنَبَ : مَاذَا عَلِمْتِ، أَوْ رَأَيْتِ

فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَ اللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ،

قَالَتْ : وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ، فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : " وَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ : ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ."

- সহীহুল বুখারী, (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ المَغَازِي(মাগাযী অধ্যায়), بَابُ حَدِيثِ الإِفْكِ (ইফ্‌ক-এর ঘটনা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৪১৪১, পৃ. ৪৯৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

অনুবাদ :
ইমাম বুখারী (রহ.) ‘আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন- ... ... উরওয়া ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে নবী (স.)-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল।

রাবী ইবন শিহাব আয-যুহরী বলেন, তাদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। আয়িশা (রা.) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই সঠিকভাবে স্মরণ রেখেছি।

তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারীগণ বলেন- ‘আয়িশা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা (হাওদা) ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন।

‘আয়িশা (রা.) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হতো। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন।

তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দিয়ে তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গেছে।

'আয়িশা (রা.) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার ওপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি। কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ গোশতবহুল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে ওপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোনো আহবানকারী এবং কোনো জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রা.) (যাকে রসূলুল্লাহ স. ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন) সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন।

তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোনো কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ছাড়া অন্য কোনো কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম।

পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচ- গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার ওপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যেÑ তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হতো এবং আলোচনা করা হতো আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করতো, খুব ভালো করে শুনতো আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত।

'উরওয়াহ (রা.) আরও বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রা.) ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি।
তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ছাড়া তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আয়িশা (রা.) এ ব্যাপারে হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না।

তিনি বলতেন, হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ (স.)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

'আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদিনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরও দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রসূলুল্লাহ (স.) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালোবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না।

তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল ''তুমি কেমন আছ?'' জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মু মিসতাহ (রা.) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম।

এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। 'আয়িশা (রা.) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ ''যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু 'আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু 'আমির-এর কন্যা ও আবূ বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আববাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র'' একত্রে বের হলাম।

আমরা আমাদের কাজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি?

'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। 'আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরও বেড়ে গেল। আমি (প্রকৃতির দাবি পুরণ করে) বাড়ি ফেরার পর রসূলুল্লাহ (স.) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছো? 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাবার বাড়ি গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে?

তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেলো। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হলো না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরও বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রসূলুল্লাহ (স.) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের (তালাক) বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার জন্য 'আলী ইবনু আবূ তালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, উসামাহ (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবী স.-এর) ভালোবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর 'আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া আরও বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী (বারীরাহ রা.)-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বারীরাহ (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোনো সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রা.) তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার মাধ্যমে তাঁকে দোষী বলা যায়।

তবে, তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন- সেদিন রসূলুল্লাহ (স.) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে?

আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভালো ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশা (রা.) বলেন- বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রা.) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেবো। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। আয়িশা (রা.) বলেন- এ সময় হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'ঈদ ইবনু উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন।

আয়িশা (রা.) বলেন- এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক

হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা.) সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রা.)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছো। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আয়িশা (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়িশা (রা.) বলেন- আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমনিভাবে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে।

আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন- আমরা কান্না করছিলাম এমন মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়িশা (রা.) বলেন- অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি।

এদিকে রসূলুল্লাহ (স.) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনো ওহী আসেনি। আয়িশা (রা.) বলেন- বসার পর রসূলুল্লাহ (স.) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন- 'আয়িশা তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে। যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তওবা করো। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর বের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী জবাব দেবো তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী উত্তর দেবো তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম- আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র। তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন।

আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আ.)-এর পিতার কথা ছাড়া আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন- ‘‘কাজেই পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।’’ অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা’আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোনো কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম।

তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রসূলুল্লাহ (স.)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর ওপর ওহী অবতরণ শুরু হলো। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হতো তখনও সে অবস্থা হলো। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

‘আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হলো, হে ‘আয়িশা ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য) তাঁর কাছে যাও।‘ আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে যাব না। অতঃপর (এ বিষয়ে), অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করব না।

আয়েশা (রা.) বললেন- আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হলো- (আন-নূর/২৪ : ১১-২০)।

ঐ আয়াতগুলোর কয়েকটির বক্তব্য-

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ
وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল; আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে মহাশাস্তি। (আন নূর/২৪ : ১১)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

অনুবাদ: যখন তারা তা শুনলো তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করলোনা এবং বললোনা এটা সুস্পষ্ট অপবাদ? (আন নূর/২৪ : ১২)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও অখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি; আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানোনা। (আন নূর/২৪ : ১৯)

আয়িশা (রা.) বলেন- আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) যায়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রা.)-কে বলেছিলেন- তুমি আয়েশা (রা.) সম্পর্কে কী জানো অথবা বলেছিলেন- তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভালো ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আয়িশা (রা.) বলেন- নবী (স.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বনদ্বী ছিলেন। তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন। অপবাদটি তৈরি ও প্রচারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই। পরে সাহাবীগণ তা মুখে মুখে প্রচার করেন।

রাসূল (স.) সূরা নূরের হুকুম অনুযায়ী অপবাদ রটনাকারীদের উপর হদ (শাস্তি) কার্যকর করেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী মিসতাহ (রা.), হাসসান (রা.) ও মহিলা সাহাবী হাসানাহ (রা.)-কে ৮০ (আশি) বেত্রাঘাত ও মূল অপবাদ রটনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করা হয়।

- কোনটি সঠিক? শুনার পর, রাসূল (সা.) রটনাটির সত্য-মিথ্যার বিষয়ে-
  ১. কোনো সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেননি ২. প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন
  ৩. সত্য বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ৪. বলা কঠিন

- কি ছিল সে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা?
- কোনটি সঠিক? রটনাটির বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) তাঁর-
  ১. প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থার ওপর অটল ছিলেন
  ২. প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন
  ৩. কোনোটি সঠিক নয়
  ৪. বলা কঠিন

- কি ছিল সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা?
- কোনটি সঠিক? 'শুনার পর রাসূল (সা.) ধারণা করেছিলেন রটনাটি মিথ্যা। কিন্তু স্বজনপ্রীতির অপবাদের ভয়ে সাহাবীগণকে কথাটি বলাবলি করতে নিষেধ না করে কুরআনের আয়াতের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন' রটনাটির এ ব্যাখ্যা-

১. অগ্রহণযোগ্য ২. অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য ৩. গ্রহণযোগ্য ৪. বলা কঠিন

এ ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ কী?

আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা (কথার মাধ্যমে) তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে তবে সে যেন মন দ্বারা তা করে (মনে অনুশোচনা রাখে এবং মনে মনে অন্যায়টি বন্ধ করার পরিকল্পনা করে)। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোনো ঈমান নেই)। (মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)

রটনাটির কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে (এ রটনাকে) তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (আন-নূর/২৪ : ১১)

সে কল্যাণের প্রধানতমটি কী?

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন (সিদ্ধান্তে পৌঁছা) ও ব্যবস্থা নেয়ার প্রবাহচিত্র/নীতিমালার শিক্ষা

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ...... ... عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রাসূল (স.) বললেন- এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দিয়ে বাতিল করোনা। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে যা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে

বুঝতে পার তা বলো। আর যা তোমাদের Common snse-এর বাইরে যিনি বুঝেন (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) তার ওপর সেটি ছেড়ে দাও। (মুসনাদে আহমাদ, পঞ্চম খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।)

ব্যাখ্যা: পূর্বে আলোচনাকৃত সূরা আম্বিয়ার ৭নং ও সূরা নাহলের ৪৩নং আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে এ হাদীসখানি থেকে শিক্ষা হলো-

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকতে হবে
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদের সেটি জেনে নিতে হবে
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে
৫. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটা গ্রহণ করায় দোষ নেই
৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

হাদীস-৩.১

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ... ... ... مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ ».

অনুবাদ : ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) মু'আজ ইবনু জাবাল (রা.)-এর কতিপয় সঙ্গীর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হাফ্স ইবন উমার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন-

রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মু'আজ ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেন- তোমার নিকট যখন কোন বিচার আনা হবে, তখন তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক। নবী (স.) বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে এর কোন ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহর (স.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (স.) বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহর (স.) সুন্নাত এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মু'আয বললেন, তাহলে আমি আকলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেব এবং এটিতে অলসতা করবো না। তখন নবী (স.) মু'আযের বুকে হাত মেরে বললেন- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহর (স.) প্রতিনিধিকে আল্লাহ্‌র রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৫৯৪)

- শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সিলসিলাতুল আহাদীস গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। সেখানে তিনি একাধিক মুহাদ্দিসের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কেউই হাদীসটিকে সহীহ বলেননি। বরং যয়ীফ বলেছেন। তাই, হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
- হাদীসটির সরল মতন, কুরআন ও অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বিপরীত।

হাদীস-৩.২

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ « كَيْفَ تَقْضِى ». فَقَالَ أَقْضِى بِمَا فِى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي. قَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

অনুবাদ : ইমাম আবূ তিরমিযী (রহ.) মু’আজ ইবনু জাবাল (রা.)-এর কতিপয় বন্ধুর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হান্নাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন-

রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মু’আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেন- তুমি কীসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করবো। নবী (স.) বললেন- তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন ফায়সালা না পাও? মু’আয (রা.) বললেন- তাহলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (স.) বললেন- তুমি যদি রাসূলুল্লাহর (স.) সুন্নাতে ফায়সালা না পাও? মু’আয বললেন, তাহলে আমি আকলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেব। তখন নবী (স.) বললেন- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহর (স.) প্রতিনিধিকে আল্লাহ্‌র রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-১৩২৭)
- হাদীসটির সনদ যঈফ। (নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুত তিরমিযী, খ.৩, পৃ. ৩২৭)

হাদীস দু’টির পর্যালোচনা-

হাদীসদু’খানির মূল মতন/বক্তব্য বিষয় অভিন্ন। এ হাদীসের আলোকেই মুসলিম বিশ্বে যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্ত নেয়ার চালু হওয়া চলমানচিত্র/নীতিমালা-

প্রথমে কুরআন দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে
↓
সম্ভব না হলে হাদীস দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে
↓
সম্ভব না হলে Common sense দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে

আর এ প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা সকলে জানে ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে

হাদীস থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছার সর্বসম্মত নীতিমালা-

১. হাদীসখানির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের বিপরীত হওয় চলবেনা

২. একটি বিষয়ের সকল নির্ভুল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে পর্যালোচনার সময় একটির বক্তব্য বা ব্যাখ্যা অন্যটির সম্পূরক হতে হবে। কোনোভাবেই বিপরীত হতে পারবেনা।

কোনো বিষয়ে বিচার করে ফয়সালা করার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সে মতবিরোধ যেমন হতে পারে ধন-সম্পত্তি নিয়ে তেমনই তা হতে পারে কোনো বক্তব্য, তত্ত্ব, তথ্য বা প্রচারণা নিয়ে। তাই, হাদীসদু'টির সরল অনুবাদ থেকে বিচার-ফয়সালা করা তথা মতবিরোধ নিরসনের যে প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা পাওয়া যায় তা গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। কারণ এটি পূর্ব আলোচনাকৃত বহু কুরআনের আয়াত, শক্তিশালী হাদীস, সত্য উদাহরণ ও Common sense- এর বিপরীত। তবে হাদীসদু'টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহনযোগ্য হতে পারে

হাদীসদু'টির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্য বুঝতে হলে যা মনে রাখতে হবে-

সূরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- Common sense-এ যে বিষয়ে ধারণা নেই সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে থাকা বক্তব্যা কেউ খুঁজে পাবে না। তাই, সে আলোকে কেউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-এর ক্ষেত্রেও কুরআনের এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি কার্যকর থাকবে

- তাহলে কোনটি সঠিক? যে বিচার-ফয়সালার ব্যপারে Common sense-এর রায় মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-এর মাথায় না থাকবে সে ব্যপারে কুরআন বা সুন্নায় থাকা তথ্য তাঁর চোখে-

  ১. ধরা পড়বে ২. ধরা পড়বে না ৩. অবশ্যেই ধরা পড়বে না ৪. বলা কঠিন

তাই, সহজে বলা যায়- মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-কে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য কুরআন বা সুন্নায় থাকা তথ্য খুঁজে পেতে হলে সে বিরোধের নিস্পত্তি কি হতে পারে সে ব্যাপারে সাধরণ তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে Common senseএর আলোকে একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত তাঁর মাথায় অবশ্যই থাকতে হবে। তারপর সে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য খুঁজতে হবে এবং সে তথ্যের আলোকে যাচাই করে ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

তাই, হাদীসদু'খানির মুয়ায (রা.)-এর বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ-

'আমি কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা করবো' অংশের ব্যাখ্যা-
বিচার চাওয়া বিষয়টির ব্যাপারে আমার Common sense-এর রায়কে কুরআনের তথ্য দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবো

কুরআনে না থাকলে 'রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করবো' অংশের ব্যাখ্যা-
বিচার চাওয়া বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে বক্তব্য না থাকলে বিষয়টির ব্যাপারে আমার Common sense এর রায়কে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবো

'সুন্নায় যদি চূড়ান্ত সমাধান না মিলে তখন আমার **Common sense**-এর আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাব এবং এ ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধা বা ত্রুটি করবোনা' অংশের ব্যাখ্যা-
বিচার চাওয়া বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো তথ্য না থাকলে আমি আমার Common sense-এর রায়টিকেই বিষয়টির চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করবো এবং এটিতে কোনো দিধা-দ্বন্দ করবোনা।
তাহলে, এ হাদীসখানি অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে যে প্রবাহচিত্র জানা যায় তা হলো-

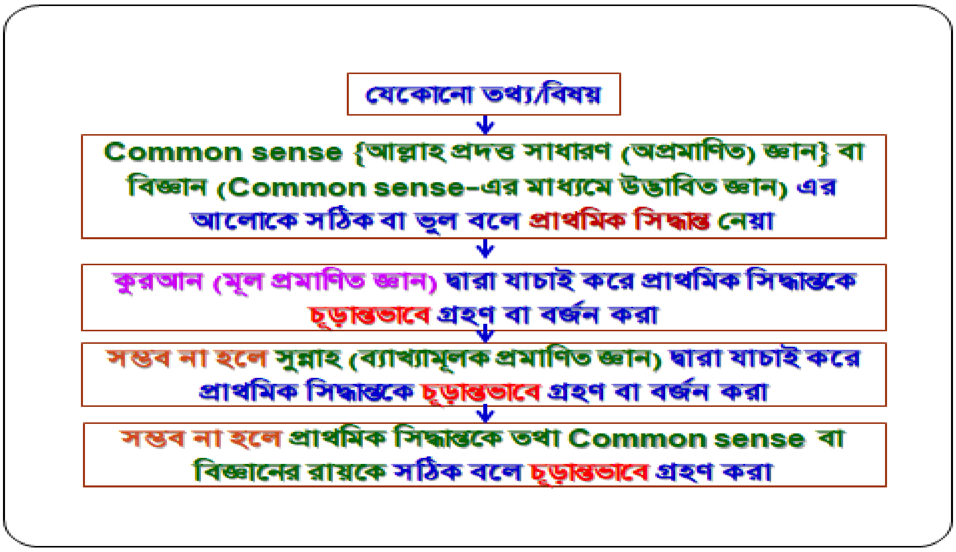

তাই হাদীসের আলোকে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের যে চূড়ান্ত প্রবাহচিত্র পাওয়া যায় তা হলো-

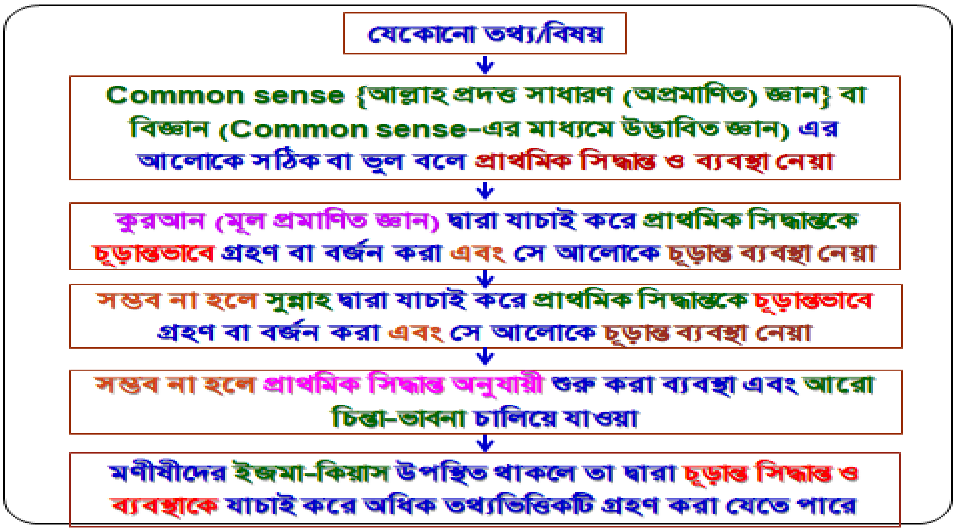

<u>আল্লাহ তা'য়ালার রহমান ও রাহিম নামের সাথে প্রবাহচিত্রটির সম্পর্ক</u>

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালার রাহমান ও রাহিম নামের সাথে প্রবাহচিত্রটির-

  ১. সম্পর্ক নেই ২. গভীর সম্পর্ক আছে ৩. কিছু সম্পর্ক আছে ৪. বলা কঠিন

- কী সেই সম্পর্ক?

প্রবাহচিত্রটি হলো মানব জাতির জ্ঞানে ভুল ঢোকানো প্রতিরোধ করার জন্য মহান আল্লাহর দেয়া চার স্তরের নিরাপত্তা

এটিকে যথাযথভারে ব্যবাহর করলে ইবলিস বা কারো পক্ষে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানে ভুল ঢোকানো সম্ভব নয়

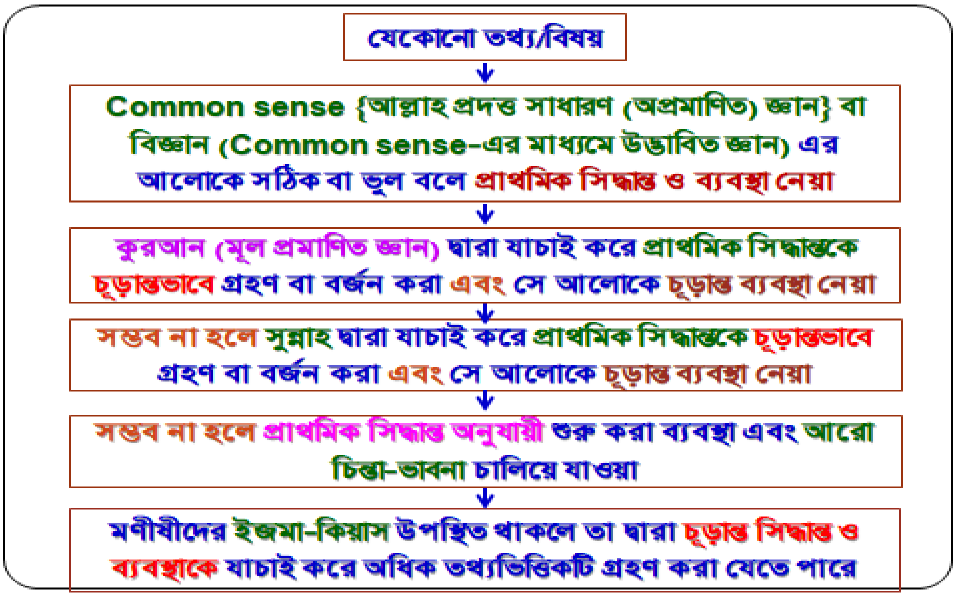

- তাহলে কোনটি সঠিক? প্রবাহচিত্রটি কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে জানার ব্যবস্থা থাকা আল্লাহর মানব সভ্যতার জন্য রাহমান ও রাহিম হওয়ার প্রমাণ বহন-

  ১. করে ২. করে না ৩. অবশ্যই করে ৪. বলা কঠিন

প্রবাহচিত্রটি ব্যবহার করার গুরুত্ব

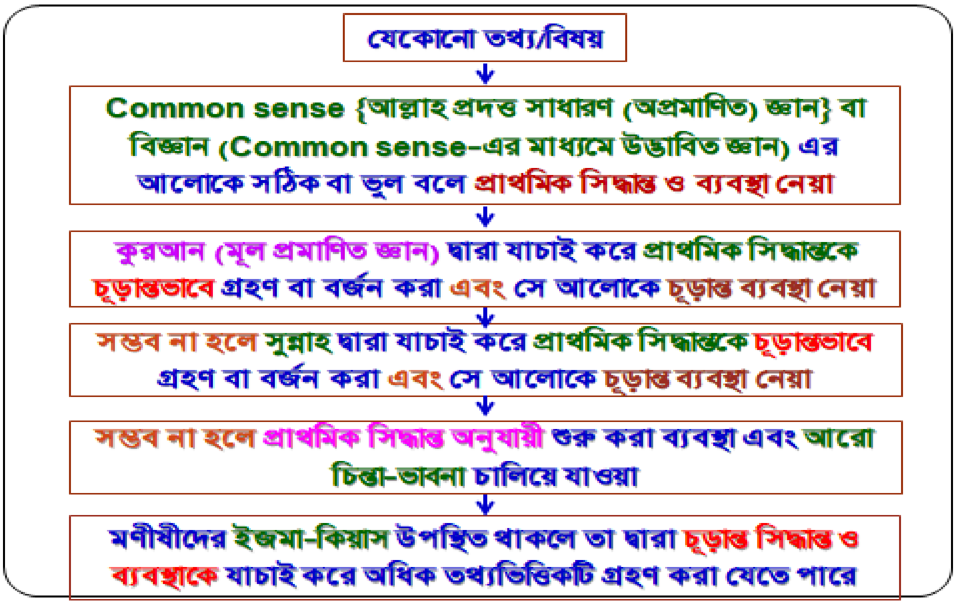

কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং উলিল আমরগণের। অত:পর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয় তবে তাকে আল্লাহ (কুরআন) ও রাসূল (সুন্নাহ) এর দিকে ফেরত দিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং ফলাফলের দিক দিয়েও সর্বোত্তম ।(আন নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা: হে যারা ঈমান এনেছো! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং উলিল আমরগণের। অত:পর Common sense বা বিজ্ঞানের আলোকে তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয় তবে তাকে প্রথমে কুরআন ও পরে (দরকার হলে) সুন্নাহ দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো তাহলে এ নীতিমালা অনুসরণ করবে। এটিই সিদ্ধান্ত গ্রহণের (নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের) সর্বোৎকৃষ্ট নীতিমালা। আর ফলাফল দিক দিয়েও এ নীতিমালাটি সর্বোত্তম।

তথ্য-২

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ق وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ . يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

(আন নুর/২৪ : ১৫-১৭)

অনুবাদ: (ভেবে দেখ সে বিষয়টি) যখন তোমরা মুখে মুখে সে কথাকে বহন করছিলে এবং এমন কথা বলে বেড়াচ্ছিলে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিলোনা। তোমরা তাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট তা একটি গুরুতর ব্যাপার ছিলো। অথচ (সঠিক হতো) যদি না উহা (ঐ রটনা) শুনেই তোমরা বলতে, এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু তোমার (আল্লাহর) জন্য। এটি এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন ভবিষ্যতে যেন এরূপ কর্মপন্থা আর কখনো অবলম্বন না কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: (ভেবে দেখ সে বিষয়টি) যখন তোমরা মুখে মুখে আয়েশার চরিত্রের উপর দেয়া অপবাদমূলক কথাটিকে বহন করছিলে এবং এমন কথা বলে বেড়াচ্ছিলে যে বিষয়ে তোমাদের যাচাইকৃত প্রমাণিত জ্ঞান ছিলোনা। তোমরা তাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট তা একটি গুরুতর ব্যাপার ছিলো। অথচ সঠিক হতো যদি না ঐ রটনা শুনেই তোমরা Common sense এর আলোকে প্রাথমিকভাবে বলতে, এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা শুধু আল্লাহর জন্য। এটি এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয় শুনার পর Common sense এর আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছে প্রচার করার কর্মপন্থা আর অবলম্বন না করার জন্য, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। কুরআনের ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়- নীতিমালা, ফর্মুলা বা চলমানচিত্রটি জানা ও অনুসরণ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হলো-

- ঈমান থাকা না থাকা
- সঠিক জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারা বা না পারা
- সর্বত্তম ফলাফল পাওয়া বা না পাওয়া

মহান আল্লাহর দেয়া চার স্তরের নিরাপত্তা ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে থাকা ভবিষ্যতবাণী

আল কুরআন

ভবিষ্যতবাণী-১

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

(আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

প্রচলিত অনুবাদ: সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া সরল সঠিক পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো।

প্রকৃত অনুবাদ: সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো।

শিক্ষা : মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ যে স্থায়ী জীবন পরিচালনার পথ দিতে যাচ্ছেন ঐ পথ থেকে বিপথে নেয়ার জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকবে।

- কোনটি সঠিক? ইসলামের স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো-
  ১. অমৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
  ২. জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
  ৩. মৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
  ৪. বলা কঠিন

ভবিষ্যতবাণী-২

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।(আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

- কোনটি সঠিক?ইবলিস তৈরি হতে বাধা দিবে-
  ১. শোকর না করা মানুষ
  ২. কল্যাণ/উপকার না জেনে/না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
  ৩. কল্যাণ/উপকার জানা বা উপলব্ধি করার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ
  ৪. বলা কঠিন

ভবিষ্যতবাণী-৩

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (বাকারা/২ : ৩৫)

ব্যাখ্যা : সংলাপটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অতি সহজ আরবীতে আদম ও হাওয়া (আ.)-কে একটি আদেশ ও তা অমান্য করার পরিনাম জানিয়ে দিয়েছেন।

ভবিষ্যতবাণী-৪

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর শয়তান কুমন্ত্রণা/তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা তাদের কাছে প্রকাশ (এবং অন্যভাবে ক্ষতি) করার জন্য বললো, তোমরা দুজন যেন ফেরেশতা হয়ে যেতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পার, তাই তোমাদের রব এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।(আল আ'রাফ/৭ : ২০)

আল হাদীস

হাদীস-১

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ.
فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ ... ...

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ দারদা (রা.) বলেন- আমরা রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন- এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ বিষয়ে (ইলম অর্জনের বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবেনা। যিয়াদ ইবন লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন- আমাদের নিকট হতে কিভাবে ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করবো এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শিখাবো।

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

তিনি বললেন- হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছে তওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী কল্যাণে আসছে? ... ...

সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলমি (জ্ঞান অধ্যায়), বাবু মা জা'আ ফী যিহাবিল ইলম (জ্ঞান উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৩, পৃ. ৪৭০।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:

'এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা-

এক সময় গভীর ষড়যন্ত্র করে মানব সভ্যতাকে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে সরিয়ে দেয়া হবে

'এমনকি এ বিষয়ে (ইলম বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা-

গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এমন পরিবর্তন করে দেয়া হবে যে, মানব সভ্যতার জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের কোনো ক্ষমতা থাকবেনা।

হাদীস-২

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিনি 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-

'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নিবেননা, কিন্তু (প্রকৃত) আলিমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। যখন কোনো 'আলিম অবশিষ্ট থাকবেনা তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে, জানা না থাকলেও তারা ফতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ الْعِلْمِ (জ্ঞান অধ্যায়), بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ (কীভাবে জ্ঞান তুলে নেয়া হবে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১০০, পৃ. ২৫।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:

'আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নিবেননা' অংশের ব্যাখ্যা-

আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবেনা।

(প্রকৃত) আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে **'ইলম'** উঠিয়ে নেয়া হবে**'** অংশের ব্যাখ্যা-

কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানী আলিম উঠে যাওয়ার কারণে। আর এটি ঘটবে- ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি পরিবর্তন করে দেয়ার করণে। পরিবর্তনটি এতো গভীর হবে যে- ঐ তালিকা ও মূলনীতির ভিত্তিতে পড়াশুনা করে যারা জ্ঞানী হবে তারা কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারবেনা।

হাদীস-৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا.

অনুবাদ: ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমদ আল-মাহবূবী থেকে শুনে তাঁর 'মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন- রাসূল সল্লাল্লাহু (স.) বলেছেন- তোমরা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও এবং তোমরা ফারাইজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও। কারণ, আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে, এমনকি ফারাইজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা।

আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন (বৈরুত: দারু ইবন হাজম, ২০০৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, كِتَابُ الْفَرَائِض (অবশ্য পালনীয় বিষয়াদীর অধ্যায়), হাদীস নং ৭৯৫০, পৃ. ৪০৯।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:

'তোমরা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও এবং তোমরা ফারায়েজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও**'** অংশের ব্যাখ্যা-

এ বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্বনবী কুরআন এবং জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি ও মূল বিষয় নিজে শিখতে এবং মানুষকে শেখাতে বলেছেন।

'কারণ আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে**'** অংশের ব্যাখ্যা-

রাসূল (স.)-এর এন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনের ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে হারিয়ে দিবে এবং সে স্থানে মিথ্যা কথা সমাজে ছড়িয়ে দিবে।

'তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে, এমনকি ফারাইজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না**'** অংশের ব্যাখ্যা-

তারপর ভুল তথ্য মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি ও মূল বিষয়ে মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

প্রবাহচিত্রটির যে স্তরে পৌঁছালে ইসলামের যে পরিমান বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।
ইসলামের বিষয়গুলো গুরুত্বের দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণীবিভাগ-
১. মৌলিক-

- প্রথম স্তরের মৌলিক
- দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক : প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়

৩. অমৌলিক

উদাহরণ- সালাত

কুরআনে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically) উল্লিখিত আছে ইসলামের-
১. সকল (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর) মৌলিক বিষয়
৩. ১টিমাত্র অমৌলিক বিষয়

তাই প্রবাহ চিত্রটির ২য় স্তরে পৌঁছালে তাত্ত্বিক (Theoretical) দৃষ্টিকোন থেকে নির্ভুলভাবে জানা যায় ইসলামের-
১. সকল মৌলিক বিষয় (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর)
২. একটিমাত্র অমৌলিক বিষয়

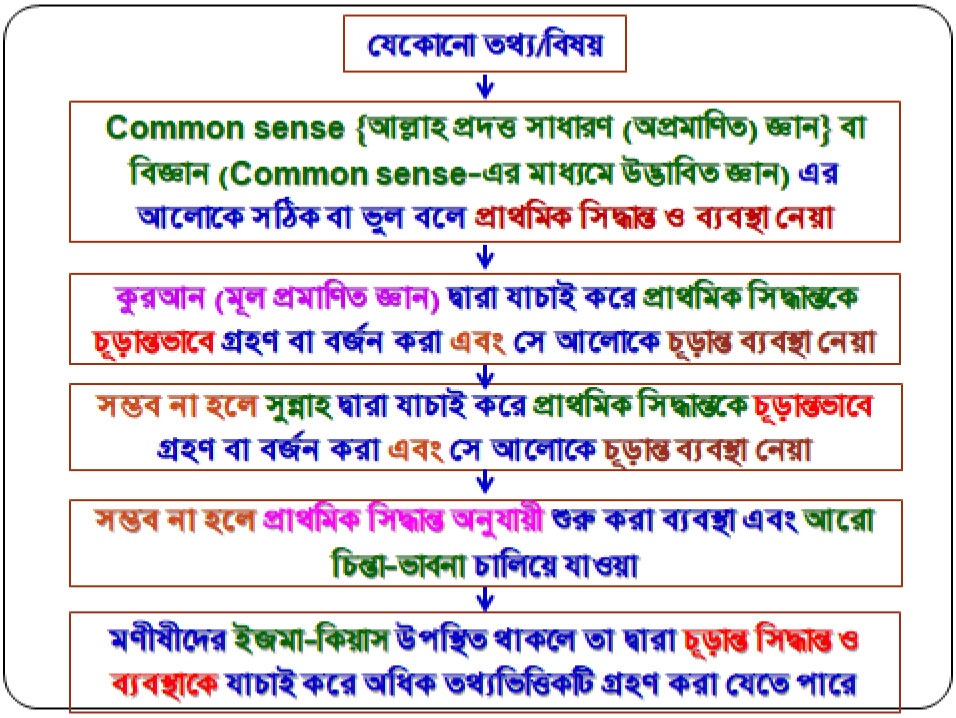

কিন্তু ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। তাই, ইসলামে আছে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়।

তাহলে কোনটি সঠিক? শুধু কুরআন জেনে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা-

১. অবশ্যই সম্ভব নয়   ২. সম্ভব   ৩. সম্ভব নয়   ৪. বলা কঠিন

নির্ভুল হাদীসে (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) আছে- বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়। তাই প্রবাহ চিত্রটির ৩য় স্তরে পৌঁছালে বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ নির্ভুলভাবে জানা যায়- ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়।

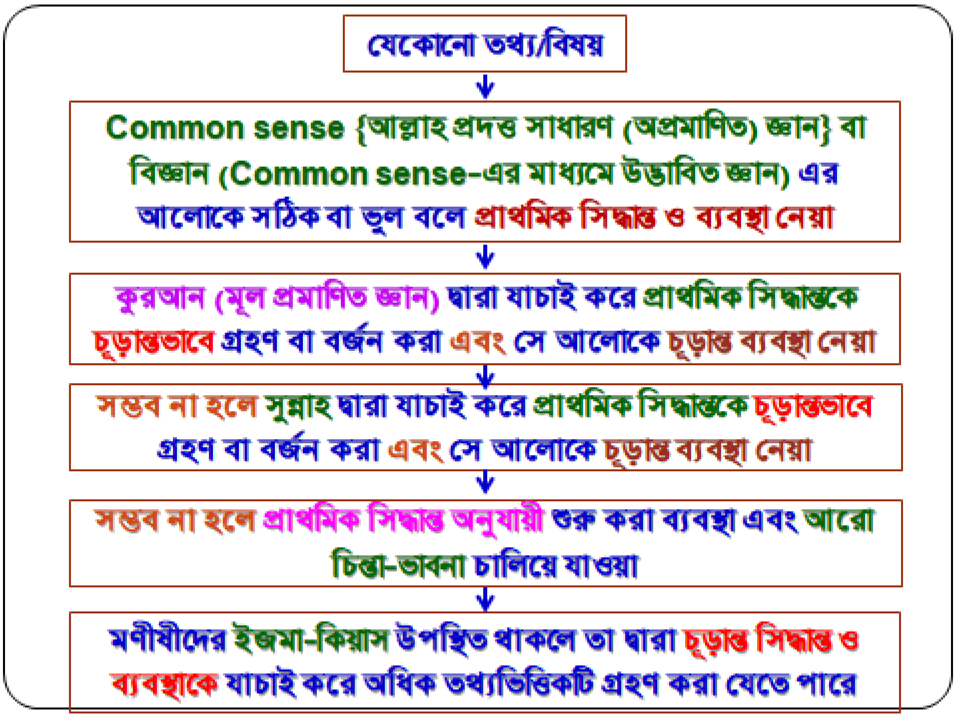

প্রবাহচিত্রটি প্রয়োগের দু'টি উদাহরণ

উদাহরণ-১

সঠিক না ভুল?

প্রচলিত কথা হলো- ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালার আলোকে প্রচলিত এ কথাটির সঠিকত্ব যাচাই-

Common sense অনুযায়ি কোনটি সঠিক?

অর্থছাড়া ইংরেজীতে লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করলে রুগীদের নিকট থেকে-

১. সম্মান ও পারিশ্রমিক মিলবে

২. কঠিন শাস্তি পেতে হবে

৩. বলা কঠিন

- তাহলে **Common sense** অনুযায়ি কোনটি সঠিক? ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া আরবীতে লেখা কুরআন পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে আল্লাহর নিকট থেকে-

  ১. প্রতি অক্ষরে দশ নেকী মিলবে

  ২. কঠিন শাস্তি পেতে হবে

  ৩. বলা কঠিন

তাই, নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হবে- ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কথাটি সঠিক নয়। নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র অনুযায়ী এরপর কুরআন বা দরকার হলে হাদীসের তথ্যের আলোকে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

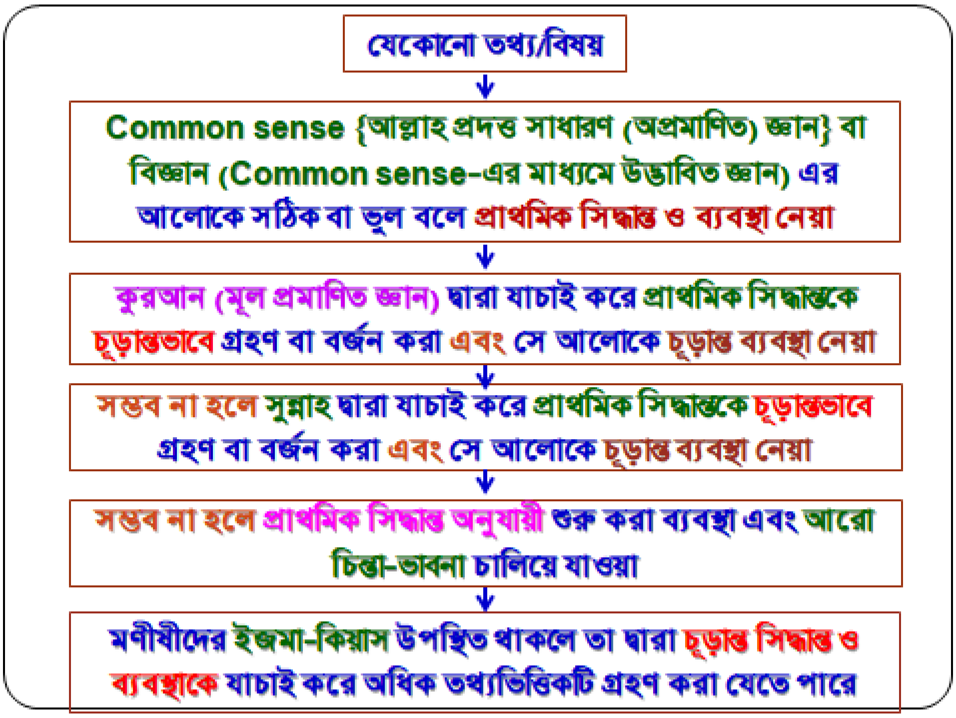

উদাহরণ-২

- সঠিক না ভুল?

  প্রচলিত কথা হলো- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ (গুনাহ)

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্রের আলোকে প্রচলিত এ কথাটির সঠিকত্ব যাচাই-

- কোনটি সঠিক? Common sense অনুযায়ি কোন গ্রন্থ পড়া কাজটি তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা-

  ১. কম গুরুত্বপূর্ণ ২. কোটি কোটি গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ

৩. কিছুটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ   ৪. বলা কঠিন

ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবেনা কথাটির সমতূল্য কথা হলো- ঠান্ডা মাথায় মানুষকে খুন করা যাবে কিন্তু নখের আচড় দেয়া যাবেনা।

- তাহলে কোনটি সঠিক? Common sense অনুযায়ি, ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না কথাটি-

  ১. ভুল   ২. সঠিক   ৩. মনে হয় ভুল   ৪. বলা কঠিন

এ বিষয়ে Common sense সিদ্ধ কথা হবে-

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে অবশ্যই স্পর্শ করা যাবে

২. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা না গেলে অবশ্যই পড়া যাবেনা।

তাই, নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হবে- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ (গুনাহ) কথাটি সঠিক নয়। নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র অনুযায়ী এরপর কুরআন বা দরকার হলে হাদীসের তথ্যের আলোকে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

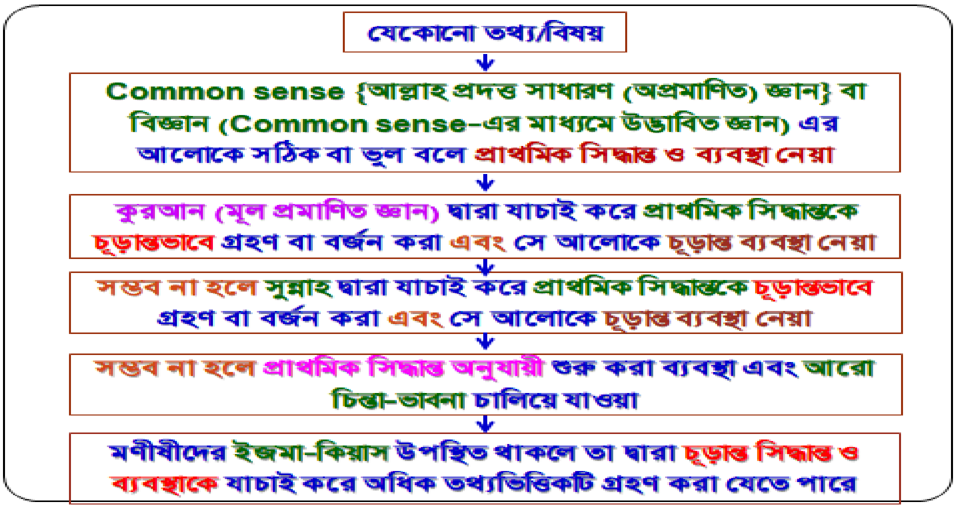

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)